দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলসমূহে ব্রিটিশ বেকার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব

।। ইনকিলাব রিপোর্ট ।।

ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলসমূহে ব্রিটিশ বেকার গ্র্যাজুয়েটদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের প্রস্তাব করেছেন ব্র্যাক নির্বাহী প্রধান। গত ৯ মে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক ফিনানসিয়াল টাইমস-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে ব্র্যাক প্রধান ফজলে হোসেন আবেদ বলেছেন, তিনি এই মর্মে ব্রিটিশ বেকার গ্র্যাজুয়েটদের রিক্রুট করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি।

উল্লেখ্য, ব্র্যাক দাবী করছে, বাংলাদেশে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে সাক্ষরতা জ্ঞান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাইশ হাজার প্রাথমিক স্কুল এই বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানটির (এনজিও) পরিচালনাধীন আছে। ব্রিটিশ বেকার যুবকদের এসব প্রতিষ্ঠানে সাক্ষরতা জ্ঞান প্রসারে নিয়োগ করা যেতে পারে বলে তিনি সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন। ফিনানসিয়াল টাইমসকে ঢাকায় দেয়া এই সাক্ষাৎকারে ব্র্যাক প্রধান আরো বলেন, তার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ৪০ মিলিয়ন ডলার বা ১৬০ কোটি টাকারও অধিক বার্ষিক বাজেটের ৭০ ভাগই বৈদেশিক অনুদান হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। বৃটিশ সরকার ও বেসরকারী উৎস থেকে এর বিরাট অংক পাওয়া যায় বলে এ উপলক্ষে জানা গেছে। সাক্ষাৎকারটিতে অবশ্য যে বিষয়টি পরিষ্কার নয় তা এই— অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ ছিন্নমূল ও খেটে খাওয়া মানুষের ছেলে-মেয়েদের সাক্ষরতা জ্ঞান প্রদানের ক্ষেত্রে এ দেশের গ্রাম অঞ্চলে ব্রিটিশ গ্র্যাজুয়েটদের উপস্থিতির কি যুক্তিকতা থাকতে পারে। বাংলা ভাষায় নিরক্ষর এসব গ্র্যাজুয়েট নিজেরা সাক্ষরতা নিতেই ঝামেলা হবে অনেক। তারপর তারা কি দেশের গ্রাম শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ব্র্যাক পরিচালিত স্কুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অঞ্চলে, সমাজের তৃণমূলে শুধু সাক্ষরতা জ্ঞান বিস্তারেই ব্রতী হবেন না, বিলুপ্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নব্য-উপনিবেশ স্থাপনেরও নেপথ্যে মনোনিবেশ করবেন তারা এ দেশে, এ সমাজে– এ বিষয়টি নিয়ে কয়েকটি মহল থেকে ইতিমধ্যেই বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি মহল থেকে বলা হয়েছে, ব্রাক-পরিচালিত একটি স্কুল ঘরকে তিনটি স্কুল হিসাবে পরিসংখ্যানে দেখানো হয়ে থাকে। এর যুক্তিকতা এই- তিনটি পাঠ্য স্তর বা পর্যায়ে ব্রাক ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করে থাকে এবং যদিও একই স্কুল ঘরে তা অনুষ্ঠিত হয়, পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে তাকে তিনটি স্কুল হিসাবেই গণ্য করা হয়।

ব্রাক প্রধান তার সাক্ষাৎকারে আরো বলেছেন, ব্রাক পরিচালিত স্কুলগুলোর প্রতি "মৌলবাদীদের" বৈরিতার ফলে এসব স্কুলে তালিকাভুক্ত সাত লাখ ছাত্র-ছাত্রীর প্রায় পাঁচ শতাংশের উপস্থিতি হ্রাস পেয়েছে বা বিঘ্নিত হচ্ছে।

ব্রাক পরিচালিত মহিলাদের জন্য ঋণ কর্মসূচী সম্পর্কে ফজলে হোসেন আবেদ সাক্ষাৎকারটিতে বলেছেন, মহিলাদের খৃষ্টান বানাবার হাতিয়ার হিসাবেই এই ঋণ কর্মসূচী ব্যবহার করা হচ্ছে বলে মৌলবাদীরা অপপ্রচার চালাচ্ছে। এর ফলে পরিবারিক জীবনে অনেক মহিলারই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটছে।

উল্লেখ্য, লন্ডনের ফিনানসিয়াল টাইমস ৯ মে'র সংখ্যায় বাংলাদেশ সার্ভে নামে একটি কান্ট্রি রিপোর্ট ছাপায়। চার পৃষ্ঠাব্যাপী এই রিপোর্ট দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক বিবর্তনসহ অনেক কিছুর উপরই আলোকপাত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানসহ আরো অনেকেরই সাক্ষাৎকার ও বক্তব্য, মন্তব্য এতে স্থান পায়। বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কান্ট্রি রিপোর্টটি বিশেষ দৃষ্টিপাত ঘটায়।